‘প্রথম আলো বর্ষসেরা সৃজনশীল
গ্রন্থ পুরস্কার ২০০৮’ প্রাপ্ত কবিতাগ্রন্থ

পাখি বলে

আলতাফ হোসেন

ঐতিহ্য

সাজ্জাদ শরিফ
ও
ব্রাত্য রাইসুকে

সূচি

সিনথিয়া বার্গার খাচ্ছি ৯
হঠাৎ অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভাইপো সুনীল ১০
সত্য-মিথ্যা ২০০৫ ১১
গল্পে কবিতা থাকে, কেচ্ছায় কবিতা ১২
আজ যেন কী দিবস ১৩
তিনটি, প্রেমের ১৪
ফ্রেন্ডশিপ মানে কী গো? ১৫
কবির কাহিনি ১৬
পাখি বলে ১৭
শামসুর রাহমানকে ১৮
ভেবেছি তো কবিতা নিজেই ১৯
আবারও তাহলে হোক আরম্ভটা ২০
মম দুঃখের সাধন ২৩
বাইরের লোক ২৪
হাইকুমতন ২৫
জানতে ইচ্ছা করে ২৬
ফিরে দেখলে ২৮
আমি জানতাম না ২৯
ভাই, বোন, বন্ধুর কাহিনি ৩১
লাল সুনামির খরস্রোতে ৩৩
কথকতা ৩৪
ঠিক বলছেন বশীর হেলাল ৩৫
কবিতা কাগজে লিখি ৩৬
ফরাসি লেখকের দিনলিপি থেকে ৩৭
কে যে আজ কার অনুগত ৩৮
এই বিষ্টি ৩৯
লুপ্তপ্রায়দের একজন, সোনালি ৪০
বিচ্ছেদমুহূর্তগুলি, সঙ্গমনিখিল ৪২
আঁধার রাতের একলা পাগল ৪৩
এক অরণ্যের গল্প কাজুবাদামের ৪৪
গাঙ্গুবাই, কামোদে এলেন ৪৬

সিনথিয়া বার্গার খাচ্ছি

সিনথিয়া বার্গার খাচ্ছি, তোমাদের নিয়ে খেতে পারলে কিন্তু
মন্দ হতো না

আমার এক টুকরো মাটি, আমি তোমাদের নিয়ে শুধু ভাবি
ভেবে শতেক যন্ত্রণা

এদিকে আকাশে একশো আশি দিন ঘুরে ফিরে তবুও সরেস
মেয়েটা কেমন দেখ টিভি থেকে সিঁড়িতে নামছে
কম্প্যুটার-ডিজিটালে পরভিনের গান একদিন ছিল তার চেয়েও সতেজ
আজ সে কি একটু অপ্রতিভ, ক্লান্ত, দূরে দাঁড়িয়ে ঘামছে?

হাওয়ায় নরম করা, রোদে ঝকঝকে আমি আগে তো খাইনি
(বার্গার বললেও বার্গার নয়, এটা হেলথ ফুড, খাইনি তো আগে)
এ সৌজন্য শুধুই কি পাহাড়তলির দিঘিটার?
এখন খেলাম, তোমরা এ জগতে, এ সময়ে, এই দেশে

খাবে কবে আর?

হঠাৎ অদ্বৈত মল্লবর্মণের ভাইপো সুনীল

ঢাকা ২০০৫ । খুনজখম । লুটপাট । আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ কাছেই ।
না যদি যাই-ও, আছে ডিভিডি-তে ক্ল্যাসিক্স, মডার্ন
তেমন খারাপ নেই, গেরিলার কায়দা শিখে তো
ঘুরপথে আজও যাওয়া হচ্ছিল ফিল্ম আনতেই

হঠাৎ অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'একরকম ভাইপো' সুনীল
কাছে এল হরিশংকরের সাঁকো বেয়ে
তিতাস নদীটা থেকে, তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম

কী ভাই সুনীল কোনো মাছ পেলে নাকি?

আজ দাদা পুরা নদীটাতে
ঘের আরো বেড়েছে, তা একটু পানিতে
যা পাইছি তা বিকি হইল পঞ্চাশ টাকায়
তা থিকা হেল্লাররে দিছি বিশ...

কাইল পাইছিলা?

না, কাল উপাস ছিলাম, বাবা-মায়
বউ বাচ্চাকাচ্চা হগ্গলেই

আচ্ছা আচ্ছা, আজ যাই । আলিয়ঁস, সামনে ওই, ক্লাসিক্স, মডার্ন...

সত্য-মিথ্যা ২০০৫

মার্সো যা বলেছিল
তাকেই তো বলে সত্য?
মার্থা যা বলেছিল
তাকে তো সত্য বলে?
জানত যে ওরা যা কিছু বলছে তার দণ্ড যে মৃত্যু
আর জানতাম আমরা, কামুর শ্বাসচাপা পাঠকেরা

এখন ওই যে টিভিপর্দায় মন্ত্রী বলছে যা
তাকেই তো বলে মিথ্যা?
বড়ো অমাত্য এই যে একটু আগেই বলেছে যা
তাকে তো মিথ্যা বলে?
ওরা ঠিক জানে যা বলেছে তার শাস্তি মৃত্যু নয়
আর আমরাও জানি তা, টিভির হতাশ দর্শকেরা

তা হলে যে কবি, বারবার বলো, সত্য-মিথ্যা নেই!

গল্পে কবিতা থাকে, কেচ্ছায় কবিতা

গল্প দেখে মুখ ফিরিয়ো না
গল্পে কবিতা থাকতে পারে
কেচ্ছায় কবিতা

কথা হচ্ছে, বলতে চাও কি না
ভোরে ও দুপুরে, সন্ধ্যায়
যত রাত হতে পারে তারও চেয়ে বেশি রাত হলে, বাড়লেও

বলতে ছটফট করো কি না
বলতে পাগল হও কি না

বলার যে কিছু নেই জেনে, বেশি বেশি

আজ যেন কী দিবস

আজ যেন কী দিবস, লোকে আনন্দ করছে খুব।
আমারও আনন্দ হলে ভালো লাগে। মাথা ধরে আছে।
এ কথা জাহেদ যদি শোনে বলবে, বাহানা, চক্রান্ত
বলুক সে হু কেয়ার্স, কিন্তু অন্যদেরও যেন ম্লান হবে মুখ

একা একা কতদূর কতটা সময় ধরে কে যে যেতে পারে
তা দেখতে গুগল খুলি, সার্চ দিই মাঝপথে দিই বন্ধ করে
যদিই উপায় থাকে কে চায় বা চাইবেন আরো মাথা ধরা?
লক্ষ বছর শেষ: আজ বলো কার বুদ্ধি কত বিদ্যা ধরে!

নতুন কিছু না, রবি লিখেছেন, কত না ভাবুক বলেছেন
পুরানোও নয় কিন্তু, নতুনেরা যেতে যেতে যার যার মতো বলবেন ...

তিনটি, প্রেমের

এখন আমাকে ফিরে কেন ডাকো, না ডেকে পারো না?
রবীন্দ্রসংগীত আজ একশো বছরে এসে কে শুনবে আবার
একদিন ফিরে আসব বলেই তো এখন তুরন্ত ছুটতে হয়
মরে গিয়ে সাফসুতরো ফের ফিরে আসতে কি পারো তুমি সোনা?

২

এতদিনে ভুলে গিয়ে চুকিয়েবুকিয়ে সব নদীতীরে গিয়ে বসতাম!
আবার সে ক্রিং ক্রিং, গাঙ্গু বাই-দুর্গা সেলফোনে
কী চাও গো খুনী মেয়ে, আমাকে আবার কিনে, আবার কি বেচে দিতে
সুখ?
নূপুর বেজে যায় রূপকথায় : এক ফোঁটা দুঃখ ফিরে এসেছে রে
মেয়েটির মনে...

৩

তোর যদি লাল জামা আমার তো ঘনকৃষ্ণ শার্ট
কতবার বলেছি আমার তোর গ্রাম ও নগর, মহাদেশ চেনা নয়
তুই যদি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাস আমার কোনো দুঃখ থাকবে না
সব নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে আর অন্যথা কী, এমনই তো হয়

রোজ রাত আটটায় বেজে ওঠে ফোন, তবু বেজে ওঠে ফোন...

ফ্রেন্ডশিপ মানে কী গো?

এই ফ্রেন্ডস বুক... দেখে মনে পড়ে গেল ওই ফ্রেন্ডশিপ স্টোর
'যা কিছুই বিক্রি সব সকলের জন্য, মানে, মানে বুঝলে না
মজুর, কৃষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী (হা হা ক্লিশে) যখন খুব ভোর
সারি বাঁধত, দোকানের চিহ্ন এই তো, আর এক মাস, থাকবে না...'

চীনা বলেছিল। ভুলে থাকি, তপন এনেছে হেথা, এটা নীলখেত
যে বই বারো শো নয়া মার্কেটে, ধরো কুণ্ডেরা, পাবে মাত্রই আশিতে
দ্যাখো না মলাট, ঝকঝকে কীবা, না হয় হলোই পাইরেটেড
কোথায় এমনটা নাই, প্যাটপং স্ট্রিটে, কাঠমান্ডুতে, ঝাঁসিতে?

এই তো এখানে পোস্টআধুনিক, লাকাঁ ফর বিগিনার্স, আর ওইখানে
সবাই তো লাইন ধরে আসত, এক-পরিচ্ছদে, মুখে হাসি থাকত খুব?
ওরা কি কোরাস গাইত (আচ্ছা, জানত অ্যাবসার্ডের মানে?)
সিরিয়াল ছবি (ছি ছি) পশ্চিমেতে : যাচ্ছে দলে দলে লোক, মুখেতে কুলুপ!

ফ্রেন্ডশিপ মানে কী গো? কে বলবে, কে, তৃপ্তি, নাকি সুরভি, অলিক
বিনির্মাণ তুমি এর করতে পারো সন্দীপন, মরে গেছ, ফিরে এসে ফের?
অদিতি, তোমার স্মৃতিচর্যা ফিরে ছাপাবে না? তোমাকে পড়ছি সাহসিক

আমার কবিতাভাষা এবারও হলো না, টানছি পুরানো সে কাহিনির জের...